তারিখ ... ...13 AUG. ১৯৮৩..
পৃষ্ঠা... .. ...৮..কলাম.১. ... ...

সংবাদ

029

পরীক্ষা পাসে এ ভিন্ন নিয়ম কেন ?

আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়ে কর্তৃপক্ষ যা করছেন তার তুলনা এই ভূমণ্ডলের আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হযবরল কাণ্ড, পাঠ্যবইয়ে পণ্ডিতদের নানান কেরামতি অন্যদের কল্পনাশক্তিরও বাইরে। এমন কাণ্ড ও কেরামতির বেড়া কোনক্রমে ডিঙিয়ে আসতে পারলেও ঠেকানোর জন্য তৈরী হচ্ছে পরীক্ষার যত সব অদ্ভুত ধরনের নিয়ম-কানুন।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবারকার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ব্যাপারে একটা নতুন নিয়ম এবারই চালু করেছেন। এই নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের দুই পত্রের প্রত্যেক পত্রের পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাস করতে হবে। দুই পত্রের নম্বর মিলিয়ে কেউ পাস নম্বর পেলেও তাকে পাস বলে ধরা হবে না, যদি না সে প্রত্যেকটিতে পাস করে। এই নতুন নিয়ম চালু করার পিছনে যুক্তি কি সেটাই বুঝা মুশকিল। বাংলা ও ইংরেজীর ব্যাপারে যে নিয়ম এখনো বহাল আছে, তাতে এক পত্রের নম্বর পাসের নীচে থাকলেও দুই পত্রের মোট নম্বরে পাস করলে পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে দুই পত্রে আলাদাভাবে পাস করতে হয় না। মিলিতভাবে পাস নম্বর পেলেই চলে। এ নিয়ম অতীতে সবসময় ছিল এবং এখনো প্রায় সবখানেই রয়েছে। যৌক্তিকতার বিচারে এ নিয়মই গ্রহণযোগ্য। একটা বিষয়ের কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটু দুর্বল থাকতে পারে। সে দুর্বলতা ভবিষ্যতে কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। ঐটুকু খুঁত থাকলেও সমগ্র বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট পাস মার্ক যদি সে পায় তাহলে কি এটা ধরে নেয়া যায় না যে, পরীক্ষা পাসের ন্যূনতম যোগ্যতা তার রয়েছে। এক বিষয়ের জন্য এক নিয়ম, অন্য বিষয়ের অন্য নিয়ম না করে একই নিয়ম সব বিষয়ে চালু রাখাই কি উচিত নয় ?

তাছাড়া নতুন নিয়মে শিক্ষার্থীদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়। দুই পত্রে আলাদাভাবে পাসের নিয়মে বহু পরীক্ষার্থীকে কি ঠেকে যেতে হবে না ? পাইকারীহারে ফেল পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থারও কতখানি উপকার করবে ?

বোর্ডের পরীক্ষায় গ্রেস মার্ক দেয়ার যে নিয়ম বহাল আছে কেউ কেউ তাতেও আপত্তি তুলেছেন। এই আপত্তি টিকলে গ্রেস মার্ক প্রথা উঠে যাবে এবং তার ফলে ফেলের হার অনেক বেড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কোন এক বিষয়ে কিছু নম্বরের জন্য ফেল পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্ক দেয়া হয়ে থাকে। ইংরেজীতে ফেলের হার সবচেয়ে বেশী বলে গ্রেস মার্ক এই বিষয়েই বেশী দেয়া হয়। সব বিষয়ে পাস করলে কেবলমাত্র একটা বিষয়ে কয়েক নম্বরের ঘাটতির জন্য কাউকে ঠেকিয়ে দেয়া উচিত কিনা, সেই বিষয়টা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। খামাকা নতুন ফ্যাকড়া তুলে আগের নিয়ম বাতিল না করাই ভাল। পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন ঘনিয়ে আসছে। এই শেষ মুহূর্তেও কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাতে হয়, পাসের ব্যাপারে নতুন বাধা সৃষ্টি না করার জন্য। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সমস্যাগুলোও মন দিয়ে বুঝবার দরকার আছে। সবদিকের কাজে ঢিলে দিয়ে পাঠ্যবিষয় ও পরীক্ষায় কেতাদুরস্ত হওয়ায় ফায়দা নেই।